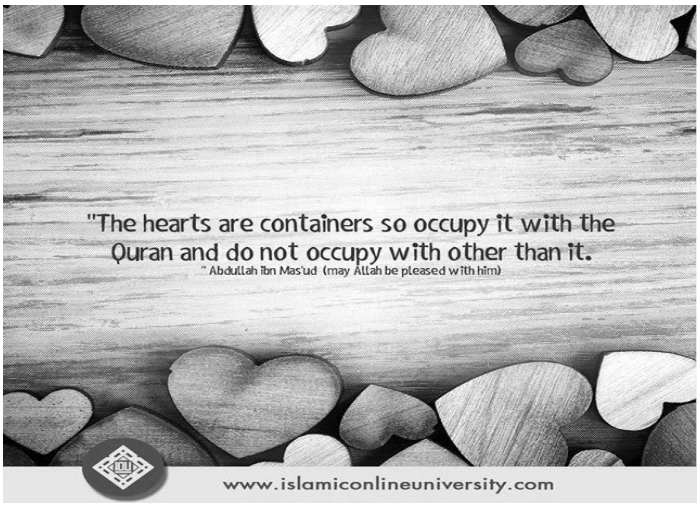
ইসলাম শিক্ষা-১

ছোট মণিদের
ইসলাম শিক্ষা



স্বত্ত্ব

এ বইসহ আমার সকল বই ফী সাবীলিল্লাহ।
দ্বীনের স্বার্থে যে কেউ এসব ছাপা, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারবেন।

উৎসর্গ

এ বইসহ আমার জীবনের সকল কর্ম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী মুসলিম ভাইবোনদের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান প্রভু আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত।

সংকলনেঃ

মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক

লেখক পরিচিতি

নাম ও ঠিকানাঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, পিতাঃ মুছদ্দর উল্লাহ, দাদাঃ ফজিলত উল্লাহ। গ্রামঃ টুক-দিরাই, উপজেলাঃ দিরাই, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। বাংলাদেশ।

জন্মঃ ১৯৬৯ ঈসায়ী সনে বর্তমান সিলেট বিভাগের আওতাধীন সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার অন্তর্গত চন্ডিপুর গ্রামে ৫ই জুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাঃ তিনি চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসাহ থেকে প্রাথমিক এবং তারাপাশা মাদরাসাহ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিলেট শহরস্ত জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম থেকে উচ্ছ শিক্ষা অর্জন করে ফজিলত (স্নাতক)শ্রেণীতে জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজারে চলে যান। তারপর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত জামিয়া ইসলামিয়া গওহর ডাঙ্গা থেকে হাদীছে স্নাতক উত্তর ডিগ্রী (তাকমীল ফিল হাদীছ) সমাপ্ত করেন এবং কওমী মাদরাসাহ বোর্ডের (বেফাকুল মাদারিস আল-ক্বাওমিয়্যাহ) চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে মমতাজ (স্টার) মার্ক নিয়ে উত্তীর্ন হন। পরে উক্ত মাদরাসাহ থেকেই "তাখাসসুস ফিল ফিক্বহ" (ইসলামী আইনে বিশেষ কোর্স) সমাপ্ত করে মুফতী (ইসলামী আইন বিশারদ) ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনঃ মুফতী সাহেব প্রথমে একটি বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অফিসে চাকরী শুরু করেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মন তাকে শিক্ষকতায় টেনে আনে। তাই জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার সিলেট নামীয় স্বনাম ধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাথে সহকারী হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান অবস্থাঃ ২০০৩ ঈসায়ী সনে "মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন" ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। এবং বর্তমানে এখানকার একটি মসজিদের ইমাম ও খতিব, মাদরাসার মুহাদ্দীছ, স্থানীয় শারীয়া'হ কাউন্সিলের মুফতী এবং একটি ইন্টারন্যাশনাল চ্যারাটি অর্গানাইজেশনে উপদেষ্টাসহ দ্বীনি, সামাজিক ও কমিউনিটির আরো অনেক দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে তিনি একটি দাওয়াতী ওয়েবসাইট এবং সরাসরি ও অনলাইনে অনেক গুলো পাবলিক ক্লাস পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

ইসলামী শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে তিনি "ইউনাইটেড ইন্সিটিটিউট" নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মাধ্যমে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জন গোষ্টি এবং মাদরাসাহ শিক্ষায় শিক্ষিত উলামা সমাজকে আরো উচ্চ এবং উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে একদল দক্ষ দায়ী তৈরির লক্ষ্যে অনেকগুলো শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করেছেন। আমাদের "ইসলাম শিক্ষা" কোর্সটি এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ।

রচনা ও সংকলনঃ ইসলামী জ্ঞানকে সহজ ভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বেশ কিছু সিলেবাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস, শারীয়া'হ সিলেবাস, ফিক্বহ সিলেবাস, আদাব ও আখলাক সিলেবাস, ছোট মনিদের গল্প সিলেবাস বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া তিনি তাফসীর ও হাদীছ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাফসীরের সংক্ষিপ্ত এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভার্শন সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থাকারে এবং অনলাইনে তাফসীর আল-কুরআনের বাণী নামে ইতিমধ্যেই আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"। এ ছাড়াও তার লেখা বই সমূহের মাঝে; ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা, প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা, যেভাবে ঈমান আনতে হয়, ঈমানের উপর অবিচল থাকা, অধিকার, দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা, ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ, ফরজে আইন, শারীয়া'হ বুঝার মৌলিক নীতিমালা, মুঅমিন ও মুনাফিক, জীবন ও সমাজ, সাধারণ জ্ঞান, আদব ও আখলাক, ঈমান, গল্পের বই ১, গল্পের বই ২, আমার বই, আমার বাংলা ১-৪ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে দায়িত্ব রত আছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে..

প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		আইসাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট (অনলাইন)
প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর		ইউরুপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
প্রধান উপদেষ্টা		ইসলামিক প্রভিশন

কোর্স পরিচিতি

আল-হামদু লিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়া'লার অশেষ মেহেরবানীতে ইসলাম শিক্ষা কোর্সটির ব্যবহার ও পাঠক প্রিয়তা দিনদিন বেড়েই চলছে। উক্ত কোর্সে ইসলামের বিশ্বাসগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই এটাকে ঈমান আক্বিদাহ কোর্স ও বলা চলে। ইসলাম, ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ক মোট ৭ টি বই নিয়ে কোর্সটি সংকলিত হয়েছে। এর..

১ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ১ম বই "ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের প্রারম্ভিক জ্ঞান অন্বেষণে এটা একটা আদর্শ বই। ছোট মণিদের উপযোগী করে বইটি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ঘরে বসেই পাঠ ও অনুশীলন করা যায়। ইংলিশ পাঠকদের জন্য বইটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং **Islam** for **Little Hearts** নামে প্রকাশিত হয়েছে।

২য় বইঃ উক্ত কোর্সের ২য় বই "প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অন্বেষণে এটা একটি আদর্শ বই। প্রাথমিক জ্ঞান অন্বেষণকারীদের উপযোগী করে বইটিকে সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। ইংলিশ পাঠকদের জন্য বইটির ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে এবং **Islam for Beginners** নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩য় বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৩য় বই "যে ভাবে ঈমান আনতে হয়" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি মূলত ঈমানু মুজমাল ও ঈমানু মুফাসসালের সরল বিশ্লেষণ। মুঅমিন হতে হলে যে সব বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক ওই বিষয়সমূহ পরিষ্কার ভাষায় আলাদা আলাদা করে বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঈমান আক্বিদাহকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদিছের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

আক্বাইদ, ইসলাম ও ঈমানের বর্ণনা সম্বলিত বইটিকে প্রায় ৩১৫টি আয়াত ও হাদীছের দলীল দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। আশা করি পাঠকদের ঈমান আক্বিদাহ বিশুদ্ধ করণে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা-আল্লাহ।

৪র্থ বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। কোন্ পাপ ঈমানকে নষ্ট করে আর কোন্ পাপ ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এসব বিষয় পরিষ্কার ভাবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদীছের উদ্ধৃতি ও সমাজে প্রচলিত পাপের নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অতি সহজে বিষয়বস্তু অনুধাবন করা যায়। কুফর, শিরক, নিফাক ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সম্বলিত বইটিকে প্রায় ৩৩২টি আয়াত ও হাদীছের দলীল দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। আশা করি পাঠকদের ঈমান আক্বিদাহ হেফাজত ও ঈমানের উপর অবিচল থাকতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা-আল্লাহ।

৫ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৫ম বইয়ের কাজ প্রায় শেষ। ইন শা-আল্লাহ, কিছু দিনের মধ্যেই "অধিকার" নামে বইটি আপনাদের সামনে পেশ করা হবে। অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ক এ বইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সবাই একে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা মেনে চলতে এবং মানব জীবনকে সুশৃংখল ও কল্যাণময় করে গড়ে তুলতে বইটি সকলের সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

৬ষ্ট বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে দ্বীন বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে বনী-ইসরাইল ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং এ উম্মতও ৭২পথে বিভ্রান্ত হবে। বইটিতে বিভ্রান্তির ৭২পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

৭ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৭ম বইয়ের কাজ প্রায় শেষ। এ বইটি "মুঅমিন ও মুনাফিক" নামে প্রকাশিত হবে। এ বইটিতে মুঅমিন ও মুনাফিক পরিচিতি, তাদের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও পরিণতির কথা দলীলসহ আলোচিত হয়েছে। আশা করি ঈমানের পথে চলতে বইটি সকলের সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

কোর্সেটির ব্যাপারে আপনাদের মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে। কোর্সটি গুরুত্ব সহকারে অধ্যায়ন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের আমন্ত্রণ রহিল।

ওয়াসসালাম

মুফতী সাঈদ। যুক্তরাজ্য।

সিলেবাসটি যাদের জন্য

১. ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রতিটি পুরুষ নারী ও শিশুর জন্য।
২. নিজের ঈমান আক্বিদাহকে বিশুদ্ধ করে আখেরাতমুখী কল্যাণকর জীবন গঠনে সচেষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।
৩. ইসলামী সংঘঠনের নেতাকর্মীদের পাঠ্যসূচী হিসেবে অধ্যয়নের জন্য।
৪. ইসলামী পাঠাগার ও সাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত পাঠকদের জন্য।
৫. স্কুল ও মাদরাসায় পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানোর জন্য।

সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি..

ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা বইটি তাদের জন্য লিখিত যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই বইটি পাঠদানের সময় নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১. প্রথমে পাঠের মূল বিষয় ছাত্র/ছাত্রীদের মুখস্ত করাতে হবে।
২. মূল বিষয় নির্ভুল ভাবে মুখস্ত বলার পর অনুশীলন করাতে হবে।
৩. এমন ভাবে অনুশীলন করাতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয় ভাল ভাবে আয়ত্ব করে ফেলে।

১ম পাঠ

ইসলাম ও মুসলিম

- ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা।
- মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী।
- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করল সে-ই মুসলিম।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ খুজে বের করঃ

ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ, আত্মসমর্পন।

আ	ল	লা	র	না	ম	ই	মা	ন	ই
আ	ত্ম	স	ম	ম	র	প	ম	ই	স
আ	ল্ল	লা	হ	ই	স	লা	হ	ম	লা
ই	স	লা	ন	ম	ট	মু	স	লি	ম
আ	ল্লা	ই	মু	স	লি	হ	স	ন	য়
ই	আ	ল্লা	হ	ব	র	ই	স	লি	ম
আ	ত্ম	স	ম	র্প	র	প	ন	ন	ম
আ	ত্ম	স	ম	র্প	ন	প	ন	কা	রী

সঠিক উত্তর বেছে নাওঃ

- ইসলাম অর্থ..

ধর্ম	আত্মসমর্পণ	মসজিদ	আল্লাহ

- মুসলিম অর্থ..

বাঙ্গালী	আরবী	আত্মসমর্থণকারী	হুজুর

- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয়..

নামাযী	মুসলিম	ধার্মিক	হাজী

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ ইসলাম অর্থ কি?

.....

প্রশ্নঃ মুসলিম অর্থ কি?

.....

প্রশ্নঃ মুসলিম কাহাকে বলে?

.....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

ইসলাম	
মুসলিম	
আল্লাহ	
আত্মসমর্পন	

২য় পাঠ

আমরা মুসলিম

- আমরা মুসলিম।
- মুসলিম একটি জাতির নাম।
- মুসলিম হতে হলে দুটি সাক্ষ্য দিতে হয়।
- এ দুটি সাক্ষ্য দিয়েই আমরা মুসলিম হয়েছি।
- আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই"
- আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি "মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"
- আমরা প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ি।
- আমরা প্রতি বছর হিসাব করে যাকাত দেই।
- আমরা রমজান মাসে রোজা রাখি।
- আমরা মক্কাহ গিয়ে হজ্জ করি।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ খুজে বের করঃ

ইলাহ, রাসূল, সাক্ষ্য, নামায, যাকাত, রোজা, রমজান, মক্কাহ, হজ্জ, মুসলিম জাতি।

না	না	মা	র	সা	ক্ক	রা	সূ	ম	ক্কা
যা	কা	ত	না	সা	ক্ষ	রা	সূ	ক্কা	ই
আ	ল্ল	লা	হ	মা	স	হ	জ	হ	লা
র	ম	জা	ন	ম	য	জ্জ	সা	ক্ষ্য	হ
আ	ল্লা	ই	মু	স	রো	জা	রা	সূ	ল
ই	আ	ল্লা	হ	ব	র	মু	স	লি	ম
মু	স	লি	ন	জা	তি	প	ন	ন	ম
মু	স	লি	ম	জা	তি	প	ন	কা	রী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" যারা এমন সাক্ষ্য দেয় তারা..

আরবী	বাঙ্গালী	মুসলিম	দেওবন্দী

- আমরা নামায পড়ি প্রতিদিন..

৩ ওয়াক্ত	৪ ওয়াক্ত	৫ ওয়াক্ত	৬ ওয়াক্ত

- মুসলিম একটি ...

ধর্মের নাম	সম্প্রদায়ের নাম	জাতির নাম	দলের নাম

- আমরা রোজা রাখি..

বৈশাখ মাসে	মার্চ মাসে	শাবান মাসে	রমজান মাসে

- আমরা হজ্জ করি..

মদিনাহ গিয়ে	লন্ডন গিয়ে	মক্কাহ গিয়ে	আমেরিকা গিয়ে

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ মুসলিম বলতে কি বুঝ?
.....

প্রশ্নঃ কি ভাবে মুসলিম হতে হয়?
.....

প্রশ্নঃ মুসলিম কি সাক্ষ্য দেয়?
.....

প্রশ্নঃ আমরা কি ভাবে যাকাত দেই?
.....

প্রশ্নঃ মুসলিম কোন মাসে রোজা রাখে?
.....

প্রশ্নঃ হজ্জ করতে আমরা কোথায় যাই?
.....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ইলাহ .....
- মুহাম্মাদ .....
- নামায .....
- যাকাত .....
- রমজান .....
- হজ্জ .....
- মক্কাহ .....
- সাক্ষ্য .....

৩য় পাঠ

সৃষ্টিকর্তা

- আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ যমীন সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ তারকা সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ গাছপালা সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ পশু পাখি সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ ফল ও ফুল সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।
- নদী নালা, পাহাড়, সাগর, ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, খালিক।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ খুজে বের করঃ

আল্লাহ, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা, খালিক, আসমান, যমীন।

খা	লি	ফ	সৃ	ষ্ট	ক	র্তা	সৃ	ষ্টি	ক্কা
যা	কা	য	খা	লি	ক	রা	স	সৃ	ষ্টি
আ	ল্ল	য	মী	ন	স	হা	জ	হ	লা
র	য	মী	ম	ন	ম	সৃ	ষ্টি	ক	র্তা
আ	ল্লা	ই	মু	স	আ	স	মা	সৃ	ল
ম	আ	ল্লা	হ	য	মী	মু	স	লি	ম
মু	স	লি	ন	জা	তি	আ	স	মা	ন

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ কে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন?

.....

প্রশ্নঃ গাছপালা ও ফল ফুল কে সৃজন করেছেন?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের সৃষ্টি কর্তা?

.....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- সৃষ্টি : .....
- যমীন : .....
- গাছপালা : .....
- সৃষ্টিকর্তা : .....
- খালিক্ব : .....
- আল্লাহ : .....

৪র্থ পাঠ

অন্নদাতা

- আল্লাহ আমাদের অন্ন যোগান।
- আল্লাহ পশুদের অন্ন যোগান।
- আল্লাহ পাখিদের অন্ন যোগান।
- আল্লাহ মাছের অন্ন যোগান।
- আল্লাহ কীটপতঙ্গের অন্ন যোগান।
- আল্লাহ সকলের প্রয়োজন মিটান।
- আল্লাহ সকলের রিজিক দাতা, রাজ্জাক।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- আমাদের অন্ন যোগান..

বাবা	সরকার	আল্লাহ	চেয়ারম্যান

- সকলের প্রয়োজন মিটান..

আল্লাহ	মুহাম্মাদ	পীর সাব	খাজা বাবা

- আল্লাহ সকলের অন্নদাতা..

রাজ্জাক	সাত্তার	গাফফার	জাব্বার

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- অন্ন : .....
- কীটপতঙ্গ : .....
- প্রয়োজন : .....
- অন্নদাতা : .....
- রাজ্জাক : .....
- আল্লাহ : .....

৫ম পাঠ

করুণাময়

- আল্লাহ মুসলিমদের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ অমুসলিমদের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ মানুষের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ জিন্নদের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ পশুপাখির উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ কীটপতঙ্গের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ সকলের উপর করুণা করেন।
- আল্লাহ হলেন করুণাময়, রাহমান।

অনুশীলনী

নীচের শব্দগুলো খোঁজে বের করঃ

মুসলমান, করুণা, পাখি, পশু, করুণাময়, রাহমান

দ	ন	আ	প	ত	ক	র	ক	রা	ম
ক	য	য়	ন	ত	রু	ম	য়	হ্	প
মু	স	ল	মা	ন	না	ম	ক	মা	দ
গ	হ্	জ	ক	ল	য	পা	খি	ন	চ
হ্	প	শু	জ	ক	ল	র	ত	য়	উ
হ্	জ	ক	ক	রু	না	ম	য়	হ্	জ
ফ	গ	হ্	জ	ক	ল	চ	ভ	ব	ন

সত্যমিথ্যা নির্নয় করঃ

আল্লাহ মুসলমানের উপর করুণা করেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ কাফিরের উপর করুণা করেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ জিন্নদের উপর করুণা করেন না	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ কীটপতঙ্গের উপর করুণা করেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ সকলের উপর করুণা করেন না	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ করুণাময়, রাহমান	সত্য	মিথ্যা

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- করুণা : .....
- কাফির : .....
- জিন্ন : .....
- দয়াবান : .....

৬ষ্ঠ পাঠ

ক্ষমাশীল

- আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করেন।
- আল্লাহ জিন্নকে ক্ষমা করেন।
- আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করেন।
- যে ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকেই ক্ষমা করেন।
- আল্লাহর ক্ষমা পাইতে হলে তাওবাহ করতে হয়।
- পাপ ছেড়ে ভাল পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ।
- তাওবাহ করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করেন।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ খুজে বের করঃ

মানুষ, জিন্ন, ক্ষমা, তাওবাহ, ভাল।

না	না	মা	ক্ষ	সা	ক্ক	রা	মা	নু	শ
তা	ও	ব	হ	সা	ক্ষ	ম	সূ	ন্ন	ই
তা	ও	হ	বা	মা	স	ম	মা	নু	য
র	ম	জা	ন	ম	ম	ক্ষ	মা	ন্ন	জি
আ	ল্লা	ই	মু	স	রো	জা	রা	সূ	ন
ই	আ	তা	ও	বা	হ	মু	ন্ন	জি	ন্ন
মু	ভা	লি	ন	জা	তি	ভা	ল	ন	ম
মু	স	লি	ম	জা	তি	প	ন	কা	রী

সঠিক উত্তর বেছে নাও

- সকলের অপরাধ ক্ষমা করেন

দয়াল বাবা	রাসূল সাঃ	বড় পীর	আল্লাহ

- আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন যে ..

মাদরাসায় পড়ে	খতম পড়ে	ক্ষমা চায়	মিলাদ পড়ায়

- আল্লাহর ক্ষমা পাইতে হলে..

সিন্নি করতে হয়	মিলাদ পড়াতে হয়	তাওবাহ করতে হয়	হুজুর খাবাতে হয়

- পাপ ছেড়ে ভাল পথে ফিরে আসার নাম

পিরাকী	মারিফত	দরবেশী	তাওবাহ

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ কে মানুষকে ক্ষমা করেন?

.....

প্রশ্নঃ কে সকলকে ক্ষমা করেন?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কাকে ক্ষমা করেন?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর ক্ষমা পাইতে হলে কি করতে হয়?

.....

প্রশ্নঃ তাওবাহ কাকে বলে?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ক্ষমা : .....
- পাপী : .....
- অপরাধ : .....
- ক্ষমাশীল : .....
- তাওবাহ : .....

৭ম পাঠ

বিশ্বাস

- দুনিয়াতে দুই ধরনের মানুষ আছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী।
- যারা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাসী।
- যারা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করে না তারা অবিশ্বাসী
- অবিশ্বাসীদের নাস্তিক বলা হয়। আর বিশ্বাসীদের বলা হয় আস্তিক।
- আমরা বিশ্বাসী।
- আমরা আল্লাহ বিশ্বাস করি।
- আমরা ফিরিস্তা বিশ্বাস করি।
- আমরা আল্লাহর কিতাব বিশ্বাস করি।
- আমরা নবী-রাসূল বিশ্বাস করি।
- আমরা তাকদীর বিশ্বাস করি।
- আমরা কিয়ামত বিশ্বাস করি।
- আমরা পরকাল বিশ্বাস করি।
- আমরা জান্নাত বিশ্বাস করি।
- আমরা জাহান্নাম বিশ্বাস করি।

অনুশীলনী

নীচের শব্দগুলো খোঁজে বের করঃ

দুনিয়া, আখেরাত, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, নাস্তিক, আস্তিক, কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম

দু	নি	ম	দু	জা	হা	ন্না	ম	ন্ন
নি	বি	শ্ব	নি	আ	প	র	কা	ল
বি	শ্বা	স	য়া	স্তি	খে	জা	ন্না	ম
জা	হা	ন্ন	ই	ক	আ	খে	রা	ত
ন্না	কি	য়া	ম	ত	প	না	স্তি	ক
ত	রা	খে	অ	বি	শ্বা	স	ক	আ

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- আল্লাহ : .....
- ফিরিস্তা : .....
- কিতাব : .....
- রাসূল : .....
- তাকদীর : .....

সত্য মিথ্যা নির্ণয় করঃ

আমরা বিশ্বাসী	সত্য	মিথ্যা
আমরা আল্লাহ্ বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
আমরা ফিরিস্তা বিশ্বাস করি না	সত্য	মিথ্যা
আমরা আল্লাহর কিতাব বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
আমরা নবী রাসূল বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
আমরা তাকদীর বিশ্বাস করি না	সত্য	মিথ্যা
আমরা কিয়ামত বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
আমরা পরকাল বিশ্বাস করি না	সত্য	মিথ্যা
আমরা জান্নাত বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
আমরা জাহান্নাম বিশ্বাস করি	সত্য	মিথ্যা
অবিশ্বাসীদের নাস্তিক বলা হয়	সত্য	মিথ্যা

৮ম পাঠ

আল্লাহর উপর বিশ্বাস

- আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।
- আল্লাহর কোনো শরীক নেই।
- আল্লাহর ছেলে নেই, মেয়ে নেই।
- আল্লাহর পিতা নেই, মাতা নেই।
- আল্লাহ সদা আছেন, সর্বদা থাকবেন।
- আল্লাহর আদি নেই, অন্ত নেই।
- আল্লাহ পুরুষ নন, মহিলা ও নন।
- আল্লাহর খাদ্যের বা পানীয়ের দরকার হয় না।
- আল্লাহর ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।
- আল্লাহর কোনো শরীক বা অংশিদার নেই।
- আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই।
- আল্লাহ সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে।
- আল্লাহ সবকিছুর মূলউৎস।
- আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ।
- আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দগুলো খোঁজে বের করঃ

অদ্বিতীয়, সর্বদা, আদি, অন্ত, শরীক, অংশিদার, সমকক্ষ, উৎস, নিরঙ্কুশ, মালিকানা, সার্বভৌমত্ব

অ	নি	স	ম	ক	ক্ষ	অং	শি	দা	অ
ন্ত	ম	সা	র্ব	মৌ	ম	শি	র	ক	দ্বি
ৎ	ঙ্কু	নি	শ	ম	ভৌ	দা	ম	আ	তী
উ	শ	র	ম	গ	ন	র	ঙ্কু	দি	য়
ৎ	রী	ঙ্কু	স	গ	সা	র্ব	ভৌ	ম	ত্ব
স	ক	শ	মা	লি	কা	না	স	র্ব	দা

সত্য মিথ্যা নির্ণয় করঃ

আল্লাহ এক অদ্বিতীয়	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর কোনো শরীক নাই	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর ছেলে মেয়ে নাই	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ সদা আছেন, সর্বদা থাকবেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ পুরুষ নন, মহিলা ও নন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর খাদ্যের বা পানীয়ের দরকার হয়	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ সবকিছুর মূলউৎস	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম	সত্য	মিথ্যা

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- অদ্বিতীয় : .....
- শরীক : .....
- পরিবার : .....
- সর্বদা : .....
- বিশ্রাম : .....
- ঊর্ধ্বে : .....
- দরকার : .....
- উৎস : .....
- ক্ষমতা : .....
- মালিকানা : .....

৯ম পাঠ

আল্লাহর পুরস্কার

- যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন।
- যে ব্যক্তি রাসূলের কথা মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন।
- যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীছ মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন।
- যে ব্যক্তি শারীয়া'হ মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন।
- ইসলামী আইনকে শারীয়া'হ বলা হয়।
- আল্লাহর পুরস্কার হচ্ছে দুনিয়ায় শান্তি আর আখেরাতে জান্নাত।

অনুশীলনী

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মেনে চলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি রাসূলের কথা মেনে চলে না আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি কুরআন মেনে চলে আল্লাহ তাকে সাজা দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি হাদীছ মেনে চলে না আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর পুরস্কার হচ্ছে দুনিয়ায় শাস্তি আর আখেরাতে জাহান্নাম	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ আল্লাহ কাকে পুরস্কার দেন?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর পুরস্কার কি?

.....

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলে আল্লাহ্ তাকে কী দেন?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- আল্লাহর কথা : .....
- কুরআন : .....
- হাদীছ : .....
- পুরস্কার : .....
- সাজা : .....
- দুনিয়া : .....

১০ম পাঠ

আল্লাহর সাজা

- যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মানে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন।
- যে ব্যক্তি রাসূলের কথা মানে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন।
- যে ব্যক্তি কুরআন মেনে চলে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন।
- যে ব্যক্তি হাদীছ মেনে চলে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন।
- যে ব্যক্তি শারীয়া'হ মেনে চলে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন।
- আল্লাহর সাজা হচ্ছে দুনিয়ায় বিভ্রান্তি আর আখেরাতে জাহান্নাম।

অনুশীলনীঃ সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মানে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি রাসূলের কথা মানে আল্লাহ তাকে সাজা দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি কুরআনের কথা মানে আল্লাহ তাকে সাজা দেন	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি হাদীছের কথা মানে না আল্লাহ তাকে সাজা দেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর সাজা হল আখেরাতে জাহান্নাম	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর সাজা হল দুনিয়ায় বিভ্রান্তি	সত্য	মিথ্যা

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- সাজা : .....
- রাসূল : .....
- হাদীছ : .....
- কুরআন : .....
- জাহান্নাম : .....

১১ তম পাঠ

ইলাহ

- আল্লাহ আমাদের একমাত্র ইলাহ।
- আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।
- যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মালিক, যার ইবাদাত করা হয় তিনি-ই ইলাহ।
- বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম ইবাদাত।
- শর্তহীন ও সীমাহীন দাসত্ব-ই ইবাদাতের মূল কথা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বা উপাসনা করা শিরক।
- আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হয়।
- যে ব্যক্তি শিরক করল সে মুশরিক হয়ে গেল।
- মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়।
- মুশরিক চির জাহান্নামী।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- আমাদের একমাত্র ইলাহ হলেন..

বড় পীর	গাউছ পাক	আল্লাহ	রাসুল

- যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি মালিক, যার ইবাদাত করা হয় তিনিই..

নবী	আল্লাহ	রাসূল	ইলাহ

- বাস্তব জীবনের সকল বিষয়ে কারো বিধান মেনে চলার নাম..

শিশ্য	মুরিদ	ইবাদাত	ছাত্র

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বা উপাসনা করা..

আধুনিকতা	প্রগতি	উদারতা	শিরক

- যে শিরক করে সে..

আধুনিক	বাঙ্গালী	মুশরিক	নেতা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ কে আমাদের ইলাহ?

.....

প্রশ্নঃ কে সকলের ইলাহ?

.....

প্রশ্নঃ ইলাহ বলতে কি বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের মালিক?

.....

প্রশ্নঃ আমরা কার ইবাদাত করি?

.....

প্রশ্নঃ ইবাদাত কাকে বলে?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করলে কি হয়?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে কি হয়?

.....

প্রশ্নঃ যে শিরক করে তাকে কি বলা হয়?

.....

প্রশ্নঃ কে আল্লাহর ক্ষমা থেকে চির তরে বঞ্চিত হয়ে যায়?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ইলাহ : .....
- সৃষ্টিকর্তা : .....
- মালিক : .....
- ইবাদাত : .....
- বিধিবিধান : .....
- শিরক : .....
- বঞ্চিত : .....
- মুশরিক : .....

১২ তম পাঠ

রাব্ব

- আল্লাহ আমাদের রাব্ব। রাব্ব অর্থ প্রভু।
- আল্লাহ আমাদের সকল প্রয়োজন মিটান।
- আল্লাহ আমাদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দেন।
- আল্লাহ আমাদের জন্য বৈধ-অবৈধ ঠিক করে দেন।
- আল্লাহ আমাদের জীবনবিধান ঠিক করে দেন।
- আল্লাহ আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন।
- আল্লাহ আমাদের তাওবাহ কবুল করেন।
- আল্লাহ আমাদের পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন।
- যিনি বিধান দেন, পাপ ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই রাব্ব।
- আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব।
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকে রাব্ব হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক।
- যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে রাব্ব হিসেবে মেনে নেবে সে মুশরিক হয়ে যাবে।
- মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে চির বঞ্চিত, মুশরিক চির জাহান্নামী

অনুশীলনী

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

আল্লাহ আমাদের প্রভু	সত্য	মিথ্যা
মানুষের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা প্রভুর কাজ	সত্য	মিথ্যা
আমাদের জন্য বৈধ-অবৈধ ঠিক করার মালিক আমরাই	সত্য	মিথ্যা
আমরাই আমাদের জীবন বিধান ঠিক করব	সত্য	মিথ্যা
যিনি জীবন বিধান ঠিক করে দেন তিনিই রাব্ব	সত্য	মিথ্যা
আমাদের তাওবাহ কবুল করেন পীর সাহেব	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে রাব্ব হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে রাব্ব হিসেবে মেনে নিল সে মুশরিক হয়ে গেল	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ কে আমাদের রাব্ব?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের প্রয়োজন মিটান?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দেন?

.....

প্রশ্নঃ আমাদের জন্য বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করেন কে?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের জীবন বিধান ঠিক করে দেন?

.....

প্রশ্নঃ আমাদের পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন কে?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের একমাত্র রাব্ব?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে রাব্ব হিসেবে মেনে নিলে কি হয়?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- রাব্ব : .....
- করণীয় : .....
- বর্জনীয় : .....
- বৈধ-অবৈধ : .....
- জীবন বিধান : .....
- শিরক : .....

১৩ তম পাঠ

ফিরিস্তা

- ফিরিস্তা আল্লাহর সৃষ্টি। ফিরিস্তা নূরের তৈরি।
- আমরা ফিরিস্তা দেখতে পারি না। কিন্তু ফিরিস্তা আমাদেরকে দেখতে পারে।
- ফিরিস্তা আমাদের মত নয়।
- ফিরিস্তা পুরুষ বা মহিলা নয়।
- ফিরিস্তার সন্তান হয় না, পরিবার হয় না।
- ফিরিস্তার খাদ্যের বা পানীয়ের দরকার হয় না।
- ফিরিস্তার ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।
- ফিরিস্তার পেশাব পায়খানার দরকার হয় না।
- ফিরিস্তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পুরন করঃ

- ..... নূরের তৈরি।
- ফিরিস্তা আমাদের দেখতে .....।
- ফিরিস্তা ..... মত নয়।
- ফিরিস্তা ..... বা মহিলা নয়।
- ফিরিস্তার সন্তান হয় না, ... হয় না।
- ফিরিস্তার খাদ্যের বা পানীয়ের ..... হয় না।
- ফিরিস্তার ..... বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।
- ফিরিস্তার পেশাব পায়খানার ..... হয় না।
- ফিরিস্তাদের সঠিক সংখ্যা ..... ছাড়া কেউ জানে না।

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ ফিরিস্তা কার সৃষ্টি?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তা কিসের তৈরি?

.....

প্রস্নঃ ফিরিস্তা পুরুষ না মহিলা?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাদের সন্তান বা পরিবার আছে কি?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাগণ কি খায়?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তা কখন ঘুমায়?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাদের সঠিক সংখ্যা কত?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ফিরিস্তা : .....
- নূর : .....
- খাদ্য : .....
- ঘুম : .....
- সন্তান : .....
- দরকার : .....

১৪ তম পাঠ

আল্লাহর কিতাব

- **সাত আসমানের উপরে একটি সংরক্ষিত ট্যাবলেট আছে যার নাম লাউহে মাহফুজ**
- আল্লাহর কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ আছে লাউহে মাহফুজে।
- আল্লাহ দয়া করে এসব কিতাব দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।
- আল্লাহ কিতাব পাঠান রাসূলের কাছে।
- আল্লাহ কিতাব পাঠান মানুষ ও জিন্ন জাতির জন্য।
- আল্লাহর কিতাব মেনে চলা মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর ফরজ।
- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে সে মুসলিম।
- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না সে মুসলিম নয়।
- আল্লাহর কিতাব মেনে চললে অনন্ত জীবনে জান্নাত পাওয়া যায়।
- আল্লাহর কিতাব না মানলে জাহান্নামে যেতে হয়।
- আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল-ক্বুরআন।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর বেছে নাও

- সাত আসমানের উপর একটি বিশেষ ট্যাবলেট আছে, যার নাম..

কুরআন মজীদ	বুখারী শরীফ	মোনাজাতে মকবুল	লাউহে মাহফুজ

- আল্লাহর কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ আছে..

মক্কা শরীফ	মসজিদে নব্বী	লাউহে মাহফুজে	আসমানে

- আল্লাহ কিতাব পাঠান মানুষের জন্য। যেন মানুষ তার বাস্তব জীবনে এসব কিতাব..

মেনে চলে	খতম পড়ে	তারাবী পড়ে	পড়ে ফুঁ দেয়

- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে সে..

হুজুর	পীর ছাব	দরবেশ	মুসলিম

- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না সে..

পাবলিক	নেতা	মুসলিম নয়	মাদরাসায় পড়েনি

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- আল্লাহর কিতাব লিপিবদ্ধ আছে সাত আসমানের উপর ..... মাহফুজে।
- আল্লাহ ..... করে এসব কিতাব দুনিয়ায় পাঠান।
- আল্লাহ ..... পাঠান নবী-রাসূলের কাছে।
- আল্লাহ কিতাব পাঠান ..... জন্য।
- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে সে .....।
- আল্লাহর কিতাব মেনে চললে ..... পাওয়া যায়।
- যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না সে ..... নয়।
- আল্লাহর কিতাব না মানলে ..... যেতে হয়।
- আল্লাহর আখেরী কিতাব .....।

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কাদের কাছে কিতাব পাঠান?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কাদের জন্য কিতাব পাঠান?

.....

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলে তাকে কি বলা হয়?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব মেনে চললে আখেরাতে কি পাওয়া যায়?

.....

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না তাকে কি বলা হয়?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব না মানলে আখেরাতে কোথায় যেতে হবে?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর আখেরী কিতাবের নাম কি?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- কিতাব : .....
- লাউহে মাহফুজ : .....
- দুনিয়া : .....
- নবী-রাসূল : .....
- মানুষ : .....
- জান্নাত : .....
- মুসলিম : .....
- জাহান্নাম : .....

১৫ তম পাঠ

নবী ও রাসূল

- নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত মহামানব।
- আল্লাহ মানুষের কল্যানে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন।
- নবী ও রাসূলগণ মানুষকে সৎপথে আহবান করেন।
- নবী ও রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন।
- নবী ও রাসূলগণ মানুষকে ভাল হতে বলেন।
- নবী ও রাসূলগণ ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলেন।
- নবী ও রাসূলগণ অধিকার ও সাম্যের কথা বলেন।
- নবী ও রাসূলগণ পাপ থেকে বিরত থাকতে বলেন।
- আল্লাহ নবী ও রাসূল পাঠান যেন মানুষ বাস্তব জীবনে উনাদের অনুকরণ করে।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীর অনুকরণ করতে হয়।
- নবীর অনুকরণ করলে জান্নাত পাওয়া যায়।
- নবীর অনুকরণ না করলে জাহান্নামে যেতে হয়।

অনুশীলনী

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত মহামানব	সত্য	মিথ্যা
রাসূল পাঠানো হয় মানুষের কল্যানে	সত্য	মিথ্যা
নবী ও রাসূলগণ মানুষকে সৎপথে ডাকেন	সত্য	মিথ্যা
মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা নবীর কাজ	সত্য	মিথ্যা
নবী ও রাসূলগণ মানুষকে ধনী হতে বলেন	সত্য	মিথ্যা
নবী ও রাসূলগণ পাপ কাজ ত্যাগ করতে বলেন	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহ নবী পাঠান যেন মানুষ তাদের হাদিয়া দেয়	সত্য	মিথ্যা
নবীর অনুকরণ না করলে জান্নাতে যেতে হবে	সত্য	মিথ্যা
জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীর অনুকরণ করতে হয় না	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ নবী ও রাসূলগণ কার প্রেরিত?

.....

প্রশ্নঃ মানুষের কল্যানে আল্লাহ কাদেরকে প্রেরণ করেন?

.....

প্রশ্নঃ নবী ও রাসূলগণ মানুষকে কোন পথে আহবান করেন?

.....

প্রশ্নঃ কে মানুষকে ভাল হতে বলেন?

.....

প্রশ্নঃ পাপ পথ ও পাপ কাজ সম্পর্কে নবীগণ কি বলেন?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কেন নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন?

.....

প্রশ্নঃ নবীর অনুকরণ করলে কি লাভ হয়?

.....

প্রশ্নঃ নবীর অনুকরণ না করলে কি ক্ষতি হয়?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- মহামানব : .....
- আল্লাহ : .....
- নবী ও রাসূল: .....
- কল্যাণ : .....
- অনুকরণ : .....
- সৎপথ : .....
- আহবান : .....
- পতিত : .....

১৬ তম পাঠ

তাকদীর

- তাকদীর অর্থ নির্ধারণ করা।
- মহান আল্লাহ সৃষ্টিকূলের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন এটাই তাকদীর।
- তাকদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য।
- তাকদীরের মত সুক্ষ বিষয় অনুধাবনের জ্ঞান মানুষের নেই।
- ভালমন্দ সব আল্লাহর হুকুমেই হয়।
- তাকদীরে যা আছে তা হবেই। আর তাকদীরে যা নেই এটা হবে না।
- তাকদীরের বাংলা প্রতিশব্দ ভাগ্য।
- মহান আল্লাহ একাই সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন।
- মানুষ তার ভাগ্য বদলাতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না।
- ভাগ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- তাকদীর অর্থ ..... করা।
- আল্লাহ সৃষ্টিকূলের জন্য যা ..... করে রেখেছেন এটাই তাকদীর।
- তাকদীর মহান আল্লাহর এক গোপন .....।
- ভালমন্দ সব ..... থেকে হয়।
- তাকদীরের বাংলা প্রতি শব্দ .....। মানুষ তার ..... বদলাতে পারে না।
- ভাগ্য সম্পর্কে .... করা উচিত নয়।

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ তাকদীর অর্থ কি?

.....

প্রশ্নঃ তাকদীর কাকে বলে?

.....

প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর গোপন রহস্যের নাম কি?

.....

প্রশ্নঃ ভালমন্দ সব কোথা থেকে হয়?

.....

প্রশ্নঃ তাকদীরের বাংলা প্রতিশব্দ কি?

.....

প্রশ্নঃ মানুষ তার ভাগ্য বদলাতে পারে কি?

.....

প্রশ্নঃ ভাগ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা উচিত কি?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- তাকদীর : .....
- নির্ধারণ : .....
- সৃষ্টিকুল : .....
- গোপন রহস্য : .....
- ভালমন্দ : .....
- ভাগ্য : .....

১৭ তম পাঠ

কিয়ামত

- এমন এক সময় ছিল যখন কিছুই ছিল না। ছিলেন শুধু আল্লাহ তায়া'লা।
- মহান আল্লাহ দয়া পরশ হয়ে এ মহাবিশ্ব সৃজন করেছেন।
- এ মহাবিশ্বের হায়াত বা সময় নির্ধারিত।
- সময় শেষ হলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এর-ই নাম মহাপ্রলয়।
- মহাপ্রলয়কে কিয়ামত বলা হয়।
- মহাপ্রলয়ের জন্য আল্লাহ এক ফিরিস্তা ঠিক করে রেখেছেন।
- মহাপ্রলয়ের ফিরিস্তার নাম ইসরাফিল।
- ইসরাফিলের হাতে আছে এক মহাশিঙ্গা।
- দুনিয়ার সকল মানুষ খারাপ হয়ে গেলে মহান আল্লাহ কিয়ামতের হুকুম দেবেন।
- আল্লাহর হুকুমে ইসরাফিল শিঙ্গা ফুঁকবেন।
- বেজে উঠবে মহাপ্রলয়ের মহাশিঙ্গা।
- থরথর কেঁপে উঠবে মহাবিশ্ব। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। পাহাড় পর্বত ধুলার মত উড়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সব। আর এরই নাম কিয়ামত।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- এমন এক দিন ছিল যখন কিছুই ছিল না। ছিলেন শুধু..

আল্লাহ	মুহাম্মাদ	খাজা বাবা	বড় পীর

- মহাবিশ্বের হায়াত বা সময় ..

সুরক্ষিত	অনির্ধারিত	নির্ধারিত	সংরক্ষিত

- সময় শেষ হলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এরই নাম..

জান্নাত	জাহান্নাম	দুজখ	মহাপ্রলয়

- মহাপ্রলয়কে বলা হয়..

বেহেশত	কিয়ামত	আবে হায়াত	পরকাল

- মহাপ্রলয়ের জন্য নিয়োজিত ফিরিস্তার নাম..

জিবরাঈল	ইসরাফিল	মিকাঈল	মালাকু-ল-মাওত

- ইসরাফিলের হাতে আছে..

রুটি	বাঁশি	মহাশিঙ্গা	বই

- কিয়ামতের সময় হলে আল্লাহর হুকুমে ইসরাফিল..

নামায পড়বেন	আজান দেবেন	শিঙ্গা ফুঁকবেন	রোজা রাখবেন

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ দয়া পরশ হয়ে কি সৃজন করেছেন?
.....

প্রশ্নঃ মহাপ্রলয় কি?
.....

প্রশ্নঃ কিয়ামত কাকে বলে?
.....

প্রশ্নঃ মহাপ্রলয়ের জন্য নিয়োজিত ফিরিস্তার নাম কি?
.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কখন কিয়ামতের হুকুম দেবেন?
.....

প্রশ্নঃ মহাপ্রলয়ের মহাশিঙ্গা বেজে উঠলে কি হবে?
.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- মহাপ্রলয় : .....
- মহাবিশ্ব : .....
- ইসরাফীল : .....
- মহাশিঙ্গা : .....
- কিয়ামত : .....
- হায়াত : .....
- খারাপ : .....
- থরথর : .....

১৮ তম পাঠ

পরকাল

- কিয়ামতের চল্লিশ (বছর) পর ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে।
- ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকা হলে সবাই জীবিত হয়ে জেগে উঠবে।
- মরণের পর নতুন করে জেগে উঠার নাম পুনরুত্থান।
- পুনরুত্থানের পর সবাই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। এর নাম হাশর।
- হাশরের ময়দানে আল্লাহ সকলের বিচার করবেন।
- বিচারের পর মুঅমিনগণ জান্নাতে চলে যাবে।
- বিচারের পর কাফির, মুশরিক, নাস্তিক ও মুনাফিকরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
- কিয়ামত পরবর্তী জগতের নাম পরকাল।
- যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে না সে কাফির।
- কাফির চির জাহান্নামী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- কিয়ামতের ..... (বছর) পর ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে।
- ২য় বার শিঙ্গা ফুকার পর নতুন করে জেগে উঠার নাম .....।
- পুনরুত্থানের পর সবাই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। এর নাম .....।
- হাশরের ময়দানে আল্লাহ সকলের ..... করবেন।
- বিচারের পর মুঅমিনগণ ..... চলে যাবে।
- কাফির, মুশরিক, নাস্তিক ও মুনাফিকরা ..... নিক্ষিপ্ত হবে।
- কিয়ামতের পরবর্তী জগতের নাম .....।
- যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে না সে .....।
- ..... চির জাহান্নামী।

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ কিয়ামতের কত বছর পর ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে?

.....

প্রশ্নঃ ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকা হলে কি হবে?

.....

প্রশ্নঃ ২য় বার শিঙ্গা ফুকার পর নতুন করে জেগে উঠার নাম কি?

.....

প্রশ্নঃ হাশর বলতে কি বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ হাশরের ময়দানে আল্লাহ কি করবেন?

.....

প্রশ্নঃ মুঅমিনগণ কখন জান্নাতে যাবে?

.....

প্রশ্নঃ পরকাল কি?

.....

প্রশ্নঃ পরকাল বিশ্বাস না করলে কি হয়?

.....

প্রশ্নঃ পরকালে কাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- শিঙ্গা ফুঁকা : .....
- পুনরুত্থান : .....
- হাশর : .....
- বিচার : .....
- পরকাল : .....

১৯ তম পাঠ

জান্নাত

- জান্নাত আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান।
- জান্নাত মুঅমিনের চিরস্থায়ী আবাস।
- জান্নাত অনেক বড় ও বিস্তৃত।
- সবচেয়ে ছোট জান্নাত দশটি দুনিয়ার সমান।
- জান্নাতের ঘরবাড়ী সোনা রূপা হিরা ও মনি মুক্তার তৈরি।
- জান্নাতে কেউ অসুস্থ হবে না, কষ্ট পাবে না।
- জান্নাতে কেউ কোনো দিন মরবে না।
- জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে।
- জান্নাতে যখন যার সাথে ইচ্ছা দেখা করতে পারবে, কথা বলতে পারবে।
- জান্নাতে যখন যেখানে খুশী যেতে পারবে।
- জান্নাতে যখন যা খুশী খেতে পারবে, যখন যা ইচ্ছা করতে পারবে।
- জান্নাতে মানুষ কিছু খেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ এসব দ্রব্য এসে হাজির হবে।
- জান্নাতে মানুষ কোথায় যাওয়ার কল্পনা করামাত্রই সেখানে পৌঁছে যাবে।
- জান্নাতে কোনো নিয়ম বা আইন মানতে হবে না।
- "খাও দাও ফুর্তি কর যা ইচ্ছা তাই কর" এটাই হবে জান্নাতের নীতি।

অনুশীলন

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান হল..

আসমান	মদীনাহ	দরগাহ	জান্নাত

- জান্নাত চিরস্থায়ী আবাস..

নেতার	ইমাম সাহেবের	হুজুরের	মুঅমিনের

- সব চেয়ে ছোট জান্নাত কয়টি দুনিয়ার সমান?

১০টি	৭০টি	১টি	৩টি

- কেউ কোনো দিন বিমার হবে না, কষ্ট পাবে না..

হাসপাতালে	আমেরিকায়	জান্নাতে	শহরে

- জান্নাতে কিছু খেতে চাইলে..

ফিরিস্তা এনে দেবে	গিয়ে আনতে হবে	চাইলেই হাজির হবে	কিনে আনতে হবে

- জান্নাতের বাহন হল..

বোরাক	হেলিকপ্টার	কল্পনা	মোটর সাইকেল

- খাও দাও ফুর্তি কর, যা ইচ্ছা তাই কর, এই নীতি..

জান্নাতের	লন্ডনের	আমেরিকার	জাহান্নামের

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান কোনটি?
.....

প্রশ্নঃ জান্নাত কাদের চিরস্থায়ী আবাস?
.....

প্রশ্নঃ জান্নাত কত বড়?
.....

প্রশ্নঃ জান্নাতের ঘরবাড়ী কিসের তৈরি?
.....

প্রশ্নঃ কোথায় যাবার পর মানুষ আর অসুস্থ্য হবে না, কষ্ট পাবে না?
.....

প্রশ্নঃ জান্নাতে কোন ধরণের নিয়ম বা আইন মেনে চলতে হবে?
.....

প্রশ্নঃ জান্নাতের নীতি কি?
.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- জান্নাত : .....
- নিয়ামত : .....
- চিরস্থায়ী : .....
- মুঅমিন : .....
- কষ্ট : .....
- কল্পনা : .....
- নিয়ম নীতি : .....

২০ তম পাঠ

জাহান্নাম

- জাহান্নাম আযাব গজবের স্থান।
- পাপীষ্ঠদের মাথার চুল ও পায়ের নলা ধরে জাহান্নামে ফেলা হবে।
- ফিরিস্তাগণ লোহার মুগুড় দিয়ে জাহান্নামীকে পিঠাবে।
- জাহান্নামে আছে বিশাল আকৃতির বিষধর সাপ।
- জাহান্নামের সাপ থুথু ফেললে বিষক্রিয়ায় দুনিয়ার সব গাছপালা মরে যেত।
- জাহান্নামীদের খেতে দেওয়া হবে যাক্কুম।
- যাক্কুম এক প্রকার বিষাক্ত অগ্নিফল।
- জাহান্নামীরা পানি চাইলে তাদের দেওয়া হবে হা'মীম।
- হা'মীম উত্তপ্ত পুঁজ ও রক্তের প্রবাহমান লাভা।
- হা'মীমের উত্তাপে মুখের চামড়া গলে যাবে।
- হামীম পান করলে ভেতরের সব গলে বেরিয়ে আসবে।
- জাহান্নামীরা অন্ততকাল জাহান্নামে থাকবে।
- জাহান্নামে দেওয়া হবে না অবকাশ, কমানো হবে না আযাব।
- জাহান্নামে আযাবে মানুষের দেহ থেতলে যাবার পর আবার তৈরি করা হবে।

অনুশীলনী

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

জাহান্নাম আযাব গজবের স্থান	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামীকে গলা ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলা হবে	সত্য	মিথ্যা
লোহার মুগুড় দিয়ে জাহান্নামীকে পিঠানো হবে	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামে নিয়োজিত হবে বিশাল বিশাল সাপ	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামীদের খেতে দেওয়া হবে রুটি আর ডাল	সত্য	মিথ্যা
যাক্কুম এক প্রকার মজাদার ফল	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামীরা পানি চাইলে নদীর পানি দেয়া হবে	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামীরা অন্ততকাল জাহান্নামে থাকবে	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ জাহান্নাম কিসের স্থান?

.....

প্রশ্নঃ পাপিষ্ঠদের কি ভাবে জাহান্নামে ফেলা হবে?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাগণ লোহার মুগুড় দিয়ে কাকে মারবে?

.....

প্রশ্নঃ জাহান্নামের সাপ কেমন বিষাক্ত?

.....

প্রশ্নঃ জাহান্নামীরা কি খাবে?

.....

প্রশ্নঃ যাক্কুম কি?

.....

প্রশ্নঃ হা'মীম কি? বুঝিয়ে বল।

.....

প্রশ্নঃ হা'মীম পান করলে কি হবে?

.....

প্রশ্নঃ জাহান্নামীরা কতদিন জাহান্নামে থাকবে?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- জাহান্নাম : .....
- আযাব গজব : .....
- সাপ : .....
- বিষক্রিয়া : .....
- মুগুড় : .....
- যাক্কুম : .....
- হা'মীম : .....
- অনন্তকাল : .....

২১ তম পাঠ

জিন্ন

- জিন্ন আল্লাহর সৃষ্টি।
- জিন্ন আগুনের তৈরি।
- জিন্ন তাদের ইচ্ছামত দেহের গঠন বদলাতে পারে।
- জিন্নের খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- জিন্নের বিশ্রামের দরকার হয়।
- জিন্নের পরিবার ও সন্তান হয়।
- আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন তৈরি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য।
- বাস্তব জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- আল্লাহ জিন্ন সৃষ্টি করেছেন..

মাটি দিয়ে	পানি দিয়ে	বাতাস দিয়ে	আগুন দিয়ে

- ইচ্ছা মত রূপ বদলাতে পারে..

ব্যাঙ	বাঘ	জিন্ন	আওলিয়া

- আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন তৈরি করেছেন..

খাবার জন্য	ইবাদাতের জন্য	ঝগড়া করার জন্য	ধনী হবার জন্য

- বাস্তব জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম..

ইবাদাত	পীর সাহেব	মাজার	হুজুর

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ জিন্ন কিসের তৈরি?

.....

প্রশ্নঃ জিন্ন তাদের দেহের আকৃতি বদলাতে পারে কি?

.....

প্রশ্নঃ জিন্নের কি সন্তান বা পরিবার হয়?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কেন জিন্ন সৃষ্টি করেছেন?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহর ইবাদাত বলতে কি বুঝ?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- জিন্ন : .....
- আগুন : .....
- রূপ : .....
- খাদ্য : .....
- পরিবার : .....
- ইবাদাত : .....

২২ তম পাঠ

ইবলিস

- জন্মগত ভাবে ইবলিস একজন জিন্ন।
- ইবলিস ফিরিস্তাদের সাথে থাকত।
- ইবলিস খুব বেশী ইবাদাত করত।
- ফিরিস্তাগণ খুশী হয়ে ইবলিসকে আযাযীল বলে ডাকত।
- ইবলিস খুব অহংকারী ও হিংসুটে।
- ইবলিস নিজেকে অনেক বড় মনে করে।
- ইবলিস সবার সাথে হিংসা করে।
- আল্লাহ ইবলিসকে আদেশ দিয়ে ছিলেন আদমকে সম্মানের জন্য সিজদাহ করতে।
- অহংকারের কারণে ইবলিস আদমকে সিজদাহ করেনি।
- ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে এবং আল্লাহর সাথে কুযুক্তি করেছে।
- আল্লাহ ইবলিসকে লা'নত করেছেন।
- আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে ইবলিস হয়ে গেছে শয়তান।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- ইবলিস .....দের সাথে থাকত।
- ইবলিস .... ইবাদাত করত।
- ফিরিস্তাগণ খুশী হয়ে ইবলিসকে ..... বলে ডাকত।
- ..... খুব অহংকারী ও হিংসুটে।
- ইবলিস নিজেকে বড় মনে করে এবং সবার সাথে ..... করে।
- ..... কারণে ইবলিস আদমকে সম্মান করেনি।
- ইবলিস আল্লাহর ..... অমান্য করেছে।
- আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে ইবলিস হয়ে গেছে .....

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ ইবলিস কাদের সাথে থাকত?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাগণ কেন ইবলিসের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন?

.....

প্রশ্নঃ ফিরিস্তাগণ খুশী হয়ে ইবলিসকে কি নামে ডাকত?

.....

প্রশ্নঃ অহংকারী ও হিংসুটে হওয়া কার স্বভাব?

.....

প্রশ্নঃ কে নিজেকে বড় মনে করে এবং সবার সাথে হিংসা করে?

.....

প্রশ্নঃ ইবলিস কেন আদমকে সিজদাহ করেনি?

.....

প্রশ্নঃ আল্লাহ কেন ইবলিসকে লা'নত করেছেন?

.....

প্রশ্নঃ ইবলিস কেন শয়তান হয়ে গেছে?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ইবলিস : .....
- ফিরিস্তা : .....
- অহংকার : .....
- হিংসা : .....
- সম্মান : .....
- লা'নত : .....

২৩ তম পাঠ

শয়তান

- অভিশপ্ত ব্যক্তি ও শক্তিকে শয়তান বলা হয়।
- আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে ইবলিস শয়তান হয়ে গেছে।
- শয়তান সকলের প্রতি হিংসা করে।
- শয়তান সবাইকে মন্দ পথে ডাকে।
- কেউ জান্নাতের পথে চললে শয়তানের হিংসা লাগে।
- শয়তান হিংসা করে সবাইকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে চায়।
- সবাইকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়।
- যে জিন্ন বা মানুষ শয়তানের কথা মেনে চলে সেও শয়তান হয়ে যায়।
- এভাবে অনেক মানুষ ও জিন্নের সমন্বয়ে ভারি হয় শয়তানের দল।
- পরকালে সকল শয়তানকে একত্রিত করে জাহান্নামে ফেলা হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বেছে নাওঃ

- অভিশপ্ত ব্যক্তি ও শক্তিকে বলা হয়..

জিন্ন	ভুত	বাঘ	শয়তান

- আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে ইবলিস হয়ে গেছে..

শয়তান	জিন্ন	কাফির	মুশরিক

- শয়তান সকলের প্রতি..

হিংসা করে	দয়া করে	করুণা করে	পলিসি করে

- সবাইকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে শয়তান..

খাদ্য দেয়	টাকা দেয়	কুমন্ত্রণা দেয়	জীবন দেয়

- যে সকল জিন্ন ও মানুষ শয়তানের কথা মেনে চলে তারাও..

জিন্ন হয়ে যায়	মানুষ হয়ে যায়	ধনী হয়ে যায়	শয়তান হয়ে যায়

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ শয়তান বলতে কি বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ ইবলিস কি ভাবে শয়তান হয়েছে?

.....

প্রশ্নঃ সবাইকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে শয়তান কি করে?

.....

প্রশ্নঃ যারা শয়তানের কথা মেনে নেয় তারা কি হয়ে যায়?

.....

প্রশ্নঃ পরকালে সকল শয়তানকে একত্র করে কোথায় ফেলা হবে?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- শয়তান : .....
- অভিশাপ : .....
- কুমন্ত্রণা : .....
- জাহান্নাম : .....
- হিংসা : .....
- মন্দ পথ : .....

২৪ তম পাঠ

ভালো ও মন্দ

- দুনিয়াতে দুটি পথ আছেঃ ভালো পথ ও মন্দ পথ।
- দুনিয়াতে দুই ধরনের মানুষ আছেঃ ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ।
- দুনিয়াতে দুই ধরণের কাজ আছেঃ ভালো কাজ ও মন্দ কাজ।
- আল্লাহর বিধান মেনে যে সকল কাজ করা হয় এসব-ই ভালো কাজ।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যে সকল কাজ করা হয় এসব-ই মন্দ কাজ।
- আল্লাহর পথই একমাত্র ভালো পথ। আর আল্লাহর পথ ছাড়া বাকি সব হল মন্দ পথ।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে সে ভালো লোক।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে না সে মন্দ লোক।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে সে জান্নাতী।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে না সে জাহান্নামী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- দুনিয়াতে দুটি পথ আছে ..... ও .....
- দুনিয়াতে দুই ধরণের মানুষ আছে ..... ও .....
- দুনিয়াতে দুই ধরণের কাজ আছে ..... ও .....
- আল্লাহর বিধানের বিপরীত সকল কাজ-ই হল .....।
- আল্লাহর পথই ..... ভালো পথ।
- আল্লাহর পথ ছাড়া বাকি সব ..... পথ।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে সে ..... লোক।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে না সে ..... লোক।
- যে ব্যক্তি .....র বিধান মেনে চলে সে জান্নাতী।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর ..... মেনে চলে না সে জাহান্নামী।

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ ভালো কাজ কাকে বলে?

.....

প্রশ্নঃ মন্দ কাজ কাকে বলে?

.....

প্রশ্নঃ কে ভালো লোক?

.....

প্রশ্নঃ মন্দ লোক কে?

.....

প্রশ্নঃ ভালো পথ বলতে কি বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ মন্দ পথ বলতে কি বুঝ?

.....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- ভালো কাজ : .....
- মন্দ কাজ : .....
- ভালো লোক : .....
- মন্দ লোক : .....
- ভালো পথ : .....
- মন্দ পথ : .....
- জান্নাতী : .....
- জাহান্নামী : .....

২৫ তম পাঠ

পাপ ও পুণ্য

- আল্লাহর বিধান মেনে যা করা হয় এসব-ই পুণ্য।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যা করা হয় এসব-ই পাপ।
- পাপ দুই প্রকার। সাধারন পাপ ও মহাপাপ।
- বড় বড় পাপকে বলা হয় মহাপাপ।
- ছোট ছোট পাপকে বলা হয় সাধারণ পাপ।
- ভালো কাজ করলে সাধারন পাপ মাফ হয়ে যায়।
- মহাপাপ মাফ করাতে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়।
- পাপের পথ ছেড়ে ভালো পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ।
- পাপের জন্য অনুসুচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তিগফার।
- পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়।
- তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ সকল পাপ মাফ করে দেন।

অনুশীলনী

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করঃ

আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার নাম পুণ্য	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর বিধান না মানার নাম পাপ	সত্য	মিথ্যা
পাপ তিন প্রকার। বড় পাপ, ছোট পাপ ও মাঝারি পাপ	সত্য	মিথ্যা
বড় বড় পাপকে বলা হয় মহাপাপ	সত্য	মিথ্যা
ভালো কাজ করলে সাধারন পাপ মাফ হয়ে যায়	সত্য	মিথ্যা
মহাপাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না	সত্য	মিথ্যা
তাওবাহ করতে হুজুর ডেকে আনতে হয়	সত্য	মিথ্যা
তাওবাহ করলে আল্লাহ সব মাফ করে দেন	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

প্রশ্নঃ পূণ্য কাকে বলে?

.....

প্রশ্নঃ পাপ বলতে কী বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ পাপ কত প্রকার ও কি কি?

.....

প্রশ্নঃ কে আমাদের পাপ মাফ করেন?

.....

প্রশ্নঃ সাধারন পাপ মাফের উপায় কি?

.....

প্রশ্নঃ মহাপাপ মাফের উপায় কি?

.....

প্রশ্নঃ তাওবাহ বলতে কি বুঝ?

.....

প্রশ্নঃ ইস্তিগফার বলতে কি বুঝ?

.....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

- পুণ্য : .....
- পাপ : .....
- ক্ষমা : .....
- মাফ : .....
- তাওবাহ : .....
- ইস্তিগফার : .....

সমাপ্ত

আমাদের পরবর্তী বই

ইসলাম শিক্ষা-২

পড়ার আমন্ত্রণ রইল।